গুরুত্বপূর্ণ দোয়া :

০১)

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

উচ্চারণ : *"রব্বানা জালামনা আনফুসানা, ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা, ওয়া তারহামনা, লানাকুনান্না মিনাল খাসিরীন।"*

অর্থ : *হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।*

এই দোয়ার বিশেষত্ব ও শিক্ষা :

পাপবোধ হওয়ার সাথে সাথে এই দোয়া পড়ার মাধ্যমে আদম (আঃ)-এর মতো আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা পাওয়া যায়।

০২)

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ : *"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ, ওয়াক্বিনা আজাবান্নার।"*

অর্থ : *হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর, আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন (বা শাস্তি) থেকে রক্ষা কর।"*

দোয়াটির গুরুত্ব ও ফজিলত :

রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বদা এই দোয়াটি বেশি পড়তেন।

০৩)

لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

উচ্চারণ : *"লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমিন।"*

অর্থ : *তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য (মাবুদ) নেই, তুমি পবিত্র সুমহান; আমি নিশ্চয়ই জালিমদের (সীমালঙ্ঘনকারীদের) দলভুক্ত।*

দোয়া ইউনুসের ফজিলত :

যে কোনো কঠিন বিপদ, দুশ্চিন্তা বা সংকটে এই দুআ পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা মুক্তি দেন।

---

০৪)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ

উচ্চারণ : *"রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামিউল আলিম।"*

অর্থ : *হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের থেকে (নেক আমল) কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।*

ফজিলত ও গুরুত্ব :

যেকোনো নেক আমল, ইবাদত বা ভালো কাজ করার পর তা আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুলের জন্য এটি একটি শ্রেষ্ঠ দোয়া।

হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাইল (আ.) কাবা শরীফ নির্মাণ শেষে এই দোয়াটি করেছিলেন, যা কাজের পর অহংকার না করে আল্লাহর কাছে তা কবুলের আবেদন করার শিক্ষা দেয়।

০৫)

رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِيٓ أَمْرِي * وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُواْ قَوْلِي

উচ্চারণ : *"রব্বিশ-রাহলি ছাদরি, ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি, ওয়াহলুল ওক্বদাতাম মিল্লিসানি, ইয়াফকাহু ক্বাওলি।"*

অর্থ : *হে আমার রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।*

ফজিলত :

এই আয়াতগুলো হযরত মূসা (আঃ) এর দুয়া, যা কঠিন কাজ সহজ করার জন্য, বক্ষ বা মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য এবং স্পষ্টভাষী হওয়ার জন্য পাঠ করা হয়। এটি পড়াশোনায় মনোযোগ বৃদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসের জন্য বিশেষ কার্যকরী।

---

০৬)

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ : *"সুবহানাল্লাহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার।"*

অর্থ : *আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান।*

এই জিকিরের ফজিলত :

হাদিসে এসেছে, এই চারটি বাক্য আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়।

০৭)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ : *"সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লা-হিল 'আযীম।"*

অর্থ : *আল্লাহর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।*

ফজিলত :

এটি জিহ্বায় সহজ কিন্তু বিচারের দিন মিজানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী হবে।

হাদিস অনুযায়ী, এটি পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ থাকলেও মাফ করে দেওয়া হয় (অন্য বর্ণনায় দৈনিক ১০০ বার পাঠের কথা উল্লেখ আছে)।

---

০৮)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ *: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়েন কদির।"*

অর্থ *: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সব প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।*

ফজিলত :

প্রতিদিন ১০০ বার পড়লে ১০টি গোলাম আজাদ করার সমান সওয়াব, ১০০ নেকি লেখা হয়, ১০০ গুনাহ মাফ করা হয় এবং সারাদিন শয়তান থেকে হেফাজতে থাকা যায়।

০৯)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

উচ্চারণ : *"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, দাখালাল জান্নাহ।"*

অর্থ : *আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) মাবুদ নেই, (সে) জান্নাতে প্রবেশ করলো।*

ফজিলত :

যাদের শেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

---

১০)

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

উচ্চারণ : *"ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আস্তাগিছ।"*

অর্থ : *হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! আমি আপনার রহমতের উসিলায় সাহায্য প্রার্থনা করছি।*

এই দোয়া পাঠের ফজিলত :

যখন কোনো কঠিন পরিস্থিতি বা দুশ্চিন্তা মনকে অস্থির করে তোলে, তখন এই দোয়া পড়লে আল্লাহর রহমতে তা দূর হয়।

---

১১)

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

উচ্চারণ : *"লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।"*

অর্থ : *আল্লাহর সাহায্য ছাড়া পাপমুক্তির কোনো পথ নেই এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া ইবাদতের কোনো শক্তি নেই। (আল্লাহ) সুউচ্চ ও মহীয়ান।*

সহজ অর্থে: *"উচ্চ মর্যাদাশীল ও মহান আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই।*

ফজিলত :

যে কোনো বড় বিপদ, দুশ্চিন্তা বা অসহায় পরিস্থিতিতে এই বাক্যটি পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা বিপদ দূর করে দেন।

---

১২)

أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ : *"আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি।"*

অর্থ : *আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর দিকেই ফিরে আসছি।*

ফজিলত :

এটি গোনাহ থেকে মুক্তির, রিজিক বৃদ্ধি ও প্রশান্তি লাভের জন্য একটি শক্তিশালী দোয়া।